যায়যায়দিন

22 JUL 2008
পৃ - ৬ কলাম - ৫

চট্টগ্রামের আট স্কুলে একাদশ শ্রেণী ও পাঁচ স্কুলে ডাবল শিফট চালুর প্রক্রিয়া

চট্টগ্রাম অফিস

চট্টগ্রাম নগরীর আটটি স্কুলে একাদশ শ্রেণী চালুর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এবারের এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার বেশি হওয়ায় নামি কলেজগুলোতে আসন সঙ্কটের কারণে সরকারের নতুন উদ্যোগে সম্মতি জানিয়ে ইতিমধ্যে আটটি স্কুল সংশ্লিষ্ট দপ্তরে নিজেদের প্রস্তাবনা পাঠিয়েছে। পাশাপাশি পাঁচটি স্কুল ডাবল শিফট চালুর প্রক্রিয়াও শুরু করেছে। ডবল শিফট চালু হলে অতিরিক্ত তিন হাজার শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাবে।

একাদশ শ্রেণী চালুর বিষয়ে সম্মতি জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে কলেজিয়েট উচ্চ বিদ্যালয়, বাকলিয়া সরকারি ল্যাবরেটরি স্কুল, নাসিরাবাদ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল মডেল হাই স্কুল, রহমানিয়া উচ্চ বিদ্যালয় এবং নুরুল ইসলাম পৌর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চান্দগাঁও। এর মধ্যে প্রথম পাঁচটি স্কুল সরকারি এবং অন্য তিনটি বেসরকারি।

বাকলিয়া সরকারি ল্যাবরেটরি স্কুল, নাসিরাবাদ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পৃ: ১৫ ›› ক: ৭

চট্টগ্রামের আট স্কুলে একাদশ শ্রেণী

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সরকারি সিটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও হাজী মুহম্মদ মহসীন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ডাবল শিফট চালুর প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

সম্প্রতি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ছয়টি বিভাগীয় শহরে সরকারি, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো ও কর্মরত জনবল (শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী) ঠিক রেখে ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে নতুনভাবে একাদশ শ্রেণী খোলা যেতে পারে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা চেয়ে চিঠি ইস্যু করেছে। ওই চিঠিতে বিদ্যালয়গুলোর নাম, বর্তমান ভৌত অবকাঠামো সুবিধার বর্ণনা, বিদ্যমান বিজ্ঞানাগার (ল্যাব) সুবিধার বর্ণনা এবং প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মাস্টার্স ডিগ্রিধারী শিক্ষকদের তালিকা দিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে পরিচালকের (মাধ্যমিক) কাছে ফ্যাক্স পাঠাতে বলা হয়েছে।

চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তরের উপপরিচালক আবদুস সাত্তার যায়যায়দিনকে বলেন, সরকারের দেয়া শর্ত পূরণ করতে সক্ষম এমন পাঁচটি সরকারি ও তিনটি বেসরকারি স্কুল তাদের সম্মতি পাঠিয়েছে। এসব সম্মতিপত্র বৃহস্পতিবার অধিদপ্তরে পরিচালকের (মাধ্যমিক) কাছে ফ্যাক্সে পাঠানো হয়েছে। এসব প্রস্তাব বিবেচনা ও যাচাই-বাছাই করে ওই স্কুলগুলোতে একাদশ শ্রেণী চালু করা যায় কি না তা খতিয়ে দেখা হবে। অন্য এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, প্রতি বছর ভালো স্কুলগুলোতে ভর্তি হতে রীতিমতো যুদ্ধে নামতে হয় শিক্ষার্থীদের। এ বিষয়টি বিবেচনা করেই সরকার ডাবল শিফট চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চট্টগ্রাম নগরীর পাঁচটি স্কুলে ডবল শিফট চালু করার বিষয়েও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে তিনি জানান।

চট্টগ্রাম জেলা শিক্ষা অফিসার মোসনে আরা বেগম জানান, যেহেতু নতুন করে অবকাঠামো নির্মাণ এবং শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার প্রয়োজন নেই সেহেতু ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণী এবং ডবল শিফটের কার্যক্রম চালু করা সম্ভব। সরকারের পরবর্তী সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছি আমরা।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ১৯৭২ সালের পর চট্টগ্রামে কোনো সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। যে কারণে শিক্ষার প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে এখনকার শিক্ষার্থীরা। নতুন করে স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করা অনেক সময়ের ব্যাপার। এ বিষয়টি বিবেচনা করে সরকারি কয়েকটি স্কুলে ডাবল শিফট চালু করার প্রক্রিয়া চলছে।

যে পাঁচটি স্কুলে ডাবল শিফট চালু করার প্রক্রিয়া চলছে সেগুলোর মধ্যে চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ২৫৫, নাসিরাবাদ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৯৫০, সরকারি সিটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ৫০০, হাজী মুহম্মদ মহসীন উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬৫০ এবং বাকলিয়া ল্যাবরেটরি স্কুলে ৯৫০ জন। এ পাঁচটি স্কুলে ডাবল শিফট চালু হলে নতুন কমপক্ষে তিন হাজার শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাবে।